দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 OCT 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

উপকূল এলাকার স্কুল

নোয়াখালী জেলার চরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা নিয়ে খবর বেরিয়েছে। এ জেলার ছ'টি উপজেলার মধ্যে সেনবাগ, হাতিয়া, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার অবস্থা আরও নাজুক।

নোয়াখালীর ছ'টি উপজেলায় ৭৭৫টি সরকারী ও ১০২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে চার শ' সরকারী এবং ৯০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা। জেলার এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২ লাখ ৬১ হাজার ৫৩৪। গত বন্যায় ছ'টি উপজেলার ১০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিধ্বস্ত হয়েছিল। এর মধ্যে মাত্র কয়েকটি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে।

এর পরে আছে শিক্ষক সংকট। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের শূন্যপদের সংখ্যা দেড় শতাধিক। এককালে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল উপজেলা কর্তৃপক্ষের উপর। সে দায়িত্ব নাকি এখন দেয়া হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের ওপর। এদিকে অনেক কথাবার্তা শোনা গেলেও নতুন শিক্ষক নিয়োগ আপাতত হচ্ছে না।

অপরদিকে উপকূল এলাকায় বিদ্যালয় গৃহ পাকা করা এবং বিধ্বস্ত বিদ্যালয় মেরামতের জন্য সীমিত ক্ষেত্রে ফ্যাসিলিটি বিভাগ এবং একটি বিদেশী সংস্থা উদ্যোগ নিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা একান্তই কম।

এ ছাড়া একটি ভিন্ন সমস্যা আছে এই উপকূল এলাকায়। এই এলাকায় নির্মিত এককালের ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এই ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের মালিকানা শিক্ষা দফতরের নয়। এবং এই কেন্দ্র মেরামতের দায়িত্ব কার তাও নির্ণীত হয়নি। অথচ দীর্ঘদিন পূর্বে নির্মিত এই আশ্রয় কেন্দ্রগুলি এখন ভাঙনের মুখে।

তাই আমাদের মনে হয় বৃহত্তর নোয়াখালীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সমস্যা উপকূল এলাকায় বিশেষ পরিস্থিতির আলোকে মূল্যায়ন করেই সমাধানের পথ খুঁজতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।